তারিখ 15 JUL 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 6

কালের কণ্ঠ

নজরদারির বাইরেই রয়ে গেছে ২৭ 'পিস স্কুল'

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

- মালিকানা ভিন্ন হলেও আদর্শ একই
- পরিচালনার অগ্রভাগে জামায়াতসংশ্লিষ্টরা
- কিছু স্কুলে পড়ানো হয় পিস টিভির বক্তা ও জামায়াত নেতাদের বই

উগ্রবাদে উসকানির অভিযোগে এরই মধ্যে বাংলাদেশে পিস টিভির সম্প্রচার বন্ধ করা হয়েছে। তবে পিস স্কুল ও পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজগুলো এখনো চলছে আগের মতোই। এমনকি গত এপ্রিলে একটি গোয়েন্দা সংস্থা ২৭টি পিস স্কুলের ব্যাপারে উদ্বেগ জানালেও এখনো নেওয়া হয়নি কার্যকর কোনো ব্যবস্থা। প্রতিষ্ঠানগুলো নজরদারির বাইরেই রয়ে গেছে। গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বেশির ভাগ পিস স্কুল জামায়াতের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। জামায়াত-শিবির তাদের সাংগঠনিক কাজেও এসব স্কুল ব্যবহার করছে। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে জঙ্গি হামলার পর বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকেও এসব স্কুল বন্ধের দাবি উঠেছে।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদন পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত ৩ মে পিস স্কুল ও পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজ নামের প্রতিষ্ঠানগুলোর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে শিক্ষা বোর্ডগুলোর কাছে নির্দেশনা পাঠায়। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সালমা জাহানের সই করা চিঠিতে সাত দিনের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু দুই মাস পার হলেও মন্ত্রণালয়ে স্কুলগুলো সম্পর্কে তথ্য পাঠায়নি বোর্ডগুলো। আর জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সেই সময়েই পিস স্কুলগুলোর কারিকুলাম খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তা আর বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এখনো পিস স্কুলগুলো সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য নেই।

জানা যায়, 'পিস' শব্দটি ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন মালিকানায় দেশে অর্ধশতাধিক পিস স্কুল রয়েছে। তবে সরকার এখন পর্যন্ত এ রকম ২৭টি স্কুলের সন্ধান পেয়েছে। মালিকানা ভিন্ন হলেও এসব স্কুল একই আদর্শ নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। বেশির ভাগ স্কুলেই নিয়মকানুন প্রায় একই। এমনকি শপথবাক্যও এক। স্কুলগুলো পরিচালনায় সামনের সারিতে রয়েছে জামায়াতে ইসলামীর নেতা ও সমর্থকরা। অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতা, সমর্থকসহ আরো অনেকে রয়েছে।

জানা যায়, কয়েকটি স্কুলে জামায়াতের নেতাদের লেখা

▶▶ পৃষ্ঠা ৫ ক. ৬

নজরদারির বাইরেই রয়ে গেছে ২৭ 'পিস স্কুল'

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

বইও পড়ানো হয়। অনেক স্কুলই তাদের প্রসপেক্টাসে বাংলা, ইংরেজির সঙ্গে আরবিকেও সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা তুলে ধরছে। কয়েকটি স্কুলের বিরুদ্ধে শিশুদের ধর্মের নামে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এসব স্কুলে তাদের শেখানো হয় মুসলমান ছাড়া অন্য ধর্মের সবাই কাফের। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে না, মেশাও যাবে না। স্কুলগুলোতে জাতীয় সংগীতও গাওয়া হয় না। অনেক স্কুলেই কেন্দ্রীয় জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য ড. আহসান হাবীব ইমরোজ সম্পাদিত বই, সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী ও মতিউর রহমান নিজামীর লেখা বই পড়ানোরও অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলা হয়, পিস টিভির প্রধান ড. জাকির নায়েক স্কুল দেখতে আসবেন।

এসব বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি নতুন এসেছি। আমার আসার আগেই মন্ত্রণালয় তথ্য চেয়েছে,' তাই এ ব্যাপারে আমার জানা নেই। তবে পিস স্কুল নিয়ে যেহেতু কথা উঠেছে, বিষয়টি নিয়ে আমি বিস্তারিত খোঁজখবর নেব। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানাব।'

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইনভাইট পিস লিমিটেড নামের একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে চলে ১৪ থেকে ১৫টি স্কুল। রাজধানীতে তাদের একাধিক স্কুল ছাড়াও রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, গাজীপুর, নোয়াখালী, দিনাজপুরসহ কয়েকটি জেলায় শাখা রয়েছে। ইনভাইট পিস লিমিটেডের সভাপতি আবু জাফর মুহাম্মদ ওবায়েদুল্লাহ। তিনি ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি। ছাত্রশিবিরের মুখপত্র ছাত্র সংবাদেও নিয়মিত লিখেন তিনি। এই কম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন ছাত্রশিবিরের সাবেক স্কুল কার্যক্রম সম্পাদক ও বর্তমানে ঢাকা মহানগর জামায়াতের রোকন আলমগীর মো. ইউনুস। রাজধানীর উত্তরার ১৩ নম্বর সেক্টরে, মিরপুরের রূপনগরে, মালিবাগসহ বেশ কয়েকটি স্থানে ইনভাইট পিস লিমিটেডের অধীনে স্কুল চলে। তবে প্রতিটি স্কুলের পৃথক পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। তারা ইনভাইট পিস লিমিটেডের নিয়ম অনুযায়ী স্কুল পরিচালনা করে।

মালিবাগের পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিচালনা করেন নুরুজ্জামান ফিরোজ। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। তিনি নিজেকে গীতিকার, ছড়াকার ও শিশুসংগঠক হিসেবে পরিচয় দেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের প্রসপেক্টাস থেকে জানা যায়, এনসিটিবি প্রণীত বাংলা ও ইংলিশ ভার্সনে এ স্কুলে পড়ানো হয়। পাশাপাশি শিশুরা আরবি শিখবে ভাষা হিসেবে। তিন ভাষার বইগুলো পুরোপুরি ডিজিটাল। এ স্কুলে জেনারেল এডুকেশনে কমপক্ষে আল-কোরআনের তিন পারা সমপরিমাণ বাছাই করা আয়াতের হিফজ এবং ১০০টি সহি হাদিস ও ৫০টি দোয়া মুখস্থ করানো হয়। প্লে, নার্সারি ও কেজি—এ তিন ক্লাসেই মূলত প্রি-হিফজ বা নুরানি তালিম শেখানো হয়। ফলে অভিভাবকরা চাইলে প্রথম শ্রেণি থেকেই নাজিরা ও হিফজ সেকশনে কনভার্ট করতে পারবেন। হিফজ বিভাগের শিক্ষার্থীরাও শর্ট কোর্সে জেনারেল এডুকেশনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবে।

তবে মালিবাগের পিস স্কুলে কথা বলার জন্য একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কেউ ফোন ধরেনি। রাজধানীর লালমাটিয়া, বনশ্রী, বারিধারা ও উত্তরায় তিনটিসহ একাধিক স্থানে পিস স্কুল নামেই আরো প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিবেদনে স্কুলগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জামায়াত-শিবিরের নেতা ও জড়িত সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের আয়ের উৎস ও ব্যয় খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। স্থানীয় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলার কথাও আছে প্রতিবেদনে। এতে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের এসব প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার জন্য দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়ার সুপারিশও আছে।

জাকির নায়েকের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও ব্যবহৃত হয় লোগো : ইনভাইট পিস লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সঙ্গে জাকির নায়েকের পিস টিভি বা তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের কোনো প্রমাণ দেখাতে না পারলেও প্রতিটি শাখার বিজ্ঞাপনেই পিস টিভির লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে। স্কুলের প্রধান গেটে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণায় জাকির নায়েকের টিভির লোগো ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদ্যোক্তারাও বলছেন, পিস টিভির সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই। উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরের ক্যাম্পাসের প্রসপেক্টাস থেকে জানা গেছে, ড. জাকির নায়েকের পিস টিভির মডেলে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। 'পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজ : আদর্শ শিক্ষার অনন্য পাঠশালা' শীর্ষক একটি পরিচিতিমূলক লেখায় বলা হয়েছে, 'প্রতিভা বিকাশের সুবিধা : ডা. জাকির নায়েকের পিস টিভির শিশু-কিশোরদের অনুষ্ঠানের মতো বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতে বক্তৃতা প্রদান তথা বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্যতা অর্জন করা।' নাম প্রকাশ না করে একটি শাখার একজন শিক্ষক বলেছেন, 'পিস টিভির সঙ্গে অফিশিয়াল কোনো সম্পর্ক নেই। তবে বিভিন্ন টিভির ইসলামী অনুষ্ঠানে আমাদের শিশুদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। পিস টিভিতেও আমাদের শিশুরা অংশ নিত।'

'পিস' শব্দ যুক্ত করে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলও চলছে। তারা অ্যাডেক্সেল বা ক্যামব্রিজ কারিকুলামে পড়ালেখা করায়। সঙ্গে দু-একটি ইসলামী বই জুড়ে দেয়। উত্তরার ১২ নম্বর সেক্টরে চলছে পিস ইসলামিক স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আদনান জুবায়ের কালের কণ্ঠকে বলেন, "পিস টিভি বা জাকির নায়েকের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সাধারণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের মতোই চলছে আমাদের প্রতিষ্ঠান। সরকারের কাছে আমাদের স্কুল সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জমা দিয়েছি। তারাও কোনো সমস্যা পায়নি। আমাদের পরিচালকদের সঙ্গেও জামায়াতের কোনো সম্পর্ক নেই। ইনভাইট পিস লিমিটেডের সঙ্গেও আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত 'পিস' শব্দটির প্রতি মানুষের আগ্রহের বিষয়টি বিবেচনা করেই আমরা এ নাম দিয়েছিলাম। অ্যাডেক্সেল কারিকুলামে অ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ বা ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়টি যোগ করার সুযোগ রয়েছে। সেই হিসেবে অভিভাবকদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা একটি আরবি বই পড়াই।'